সমকাল

তারিখ ... 5 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি

মানবসম্পদ | ড. মো. ইকবাল হোছাইন

অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যার আধিক্য বিশ্বের কোনো কোনো বড় দেশের তুলনায় বেশি। জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতেই মূলত অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। অবশ্য সক্ষমতা থাকলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও ভাগ বসানো যায়। যারা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যত বেশি ভাগ বসিয়েছে, তাদের জাতীয় অর্থনীতি তত বেশি শক্তিশালী। সুন্দার পিচাই গুগলের সিইও হওয়ার পেছনে ভারতীয় হওয়ার চেয়ে তার দক্ষতা ও অর্থনৈতিক মূল্য (ভ্যালু) অনেক বেশি কাজ করেছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের এ যুগে সারা পৃথিবী যখন দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থবাজারকে করায়ত্ত করার কাজে ব্যস্ত, তখন আমরা মধ্যপ্রাচ্যসহ কিছু রাষ্ট্রে অদক্ষ জনশক্তি প্রেরণের জন্য দৌড়ঝাঁপ করছি। তাও কোনো কোনো রাষ্ট্রে শ্রমিক পাঠানো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশে এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে– আমরা আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কতটুকু পারঙ্গম? প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে যখন বিভিন্ন সংস্থার জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে কয়েক লাখ বিদেশি প্রফেশনাল উচ্চ বেতনে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে ভারত ও শ্রীলংকা এগিয়ে। সম্প্রতি ভারত ও শ্রীলংকা সফরে মোটামুটি এটা বুঝতে পেরেছি, দেশ দুটির গ্র্যাজুয়েট বা প্রফেশনালদের কাছে বাংলাদেশ এক প্রকার আকর্ষণীয় জব মার্কেট। গ্লোবালাইজেশনের কারণে তাদের চাকরি ঠেকানো সম্ভব নয়, তবে এ প্রশ্ন তো ওঠানোই যায়– আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি এখনও আমরা তৈরি করতে পারছি না কেন?

এর উত্তর খুঁজলে প্রথমেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন এসে যায়। ২০১৫ সালের ইউজিসির হিসাব অনুযায়ী, দেশে ৩৮টি পাবলিক আর ৮২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪/৫টি ব্যতীত বাকিগুলোর শিক্ষার মান ও ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রচণ্ড রকমের প্রশ্ন রয়েছে। ৮২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭/৮টি বাদে অধিকাংশের মধ্যে ১০টির বেশি শিক্ষা বিভাগ নেই। যেগুলো আছে তাতে গবেষণা বা শিক্ষার মান নির্ণয়ের কোনো মাপকাঠিই নেই। একবার প্রশ্ন উঠেছিল– বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সংযুক্ত করা হোক, যাঁরা নিদেনপক্ষে দু'জন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কোনোভাবেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা তা মানতে রাজি হননি। তা ছাড়া ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই এ+ পাওয়া। যোগ্যতার ভিত্তিতে হলে তাতে প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু জানামতে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই নম্বর প্রদান করা হয়ে থাকে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে গর্ব করা যায়। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কি দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত? এক কথায় বলা যায়, অনেকাংশেই না।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে সত্য, কিন্তু শিক্ষার মান সে পর্যায়ে বাড়েনি। এ কারণেই আমরা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ভারতের কথা বাদই দিলাম, শ্রীলংকা বা আশপাশের আরও ছোট ছোট দেশের চেয়েও পিছিয়ে। এখনও বুয়েট ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম পুরোটাই সনাতনি। প্রথাগত শিক্ষককেন্দ্রিক লেকচারে ছাত্রদের তেমন আকৃষ্ট করা যায় না। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সংযুক্তি (পার্টিসিপেটরি) ও ডিজিটালাইজেশনের কথা বারবার উচ্চারিত হলেও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে এর তেমন প্রভাব পড়ছে বলে মনে হয় না। বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসির অধীন 'হেকাব' প্রকল্প পরিচালনা করছে, যা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ট্রেনিং ও মানোন্নয়নের কথা এ প্রকল্পে থাকলেও আমরা দেখছি, এ প্রকল্পের অধীন কতিপয় কর্মকর্তা কেবল দেশের বাইরে ট্রেনিংয়ের নামে ভ্রমণ করছেন। এতে শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজ তেমন হচ্ছে বলে মনে হয় না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা পরিচালনার সক্ষমতার অভাব, বাজেটে অপ্রতুলতা, সর্বোপরি দলীয়করণের যে মহামারী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এ থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার বিষয়টি প্রশ্নবোধকই থেকে যাবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় ভিসিরা চাকরির চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পরিবেশ নষ্ট করছেন, আবার অনেকে নিজেদের ক্ষমতার জোর খাটিয়ে সমাজ ও জাতির জন্য প্রয়োজন হোক বা না হোক, নতুন নতুন শিক্ষা বিভাগ খুলছেন। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ খুলে পরের বছরই অনার্সে শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে। অথচ উন্নত রাষ্ট্রে এমনকি আমাদের পাশের রাষ্ট্রেও একটি বিষয় খোলার পর প্রথমে প্রফেশনাল কোর্স চালু হয়, পরে বিভাগের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে অনার্স বা মাস্টার্স কোর্স চালু হয়।

আমার জানামতে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২-৩ বছর আগে বিভাগ খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে, তারা এখন তৃতীয় বর্ষে উঠে গেছে, কিন্তু দলীয় মতপার্থক্যের কারণে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যায়নি। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা চেয়ারম্যান, পার্টটাইম শিক্ষকতা করে কোনো রকমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আর দেশের চাহিদা অনুযায়ী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের উপযোগিতা কতটুকু, এর ফিজিবিলিটি স্টাডি করে ইউজিসি একটি নিয়মের মধ্যে শিক্ষা বিভাগ খোলার অনুমতি দিতে পারে। বাস্তবে তা তো হচ্ছেই না, বরং ভিসিদের ক্ষমতার দাপটের ওপর ভিত্তি করে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। ইউজিসির কঠোর নিয়মের মধ্যে যদি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না হয় আর গবেষণা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে দক্ষ জনশক্তি তৈরির সক্ষমতা অর্জন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে। সমাজ ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগ খোলার একটি সামাজিক চাপ বা চাহিদা আমাদের উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকেও আসা উচিত। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন আশা করা হয়েছিল, তারা হয়তো দেশ ও জাতির চাহিদামাফিক শিক্ষা অনুষদ খুলবেন। কিন্তু দেখা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা তাদের অন্যান্য উৎপাদন ফ্যাক্টরির মতোই বাণিজ্যিক করে ফেলেছেন। মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এমনকি ভারতের কথাও যদি আমরা বলি, তাহলে দেখা যাবে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নে দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অবদান অপরিসীম। তারা নিজেদের প্রয়োজনের চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী ফান্ড সরবরাহ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে দেশি-বিদেশি গবেষকদের স্কলারশিপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেছে। এসব স্কলার তাদের উচ্চশিক্ষাও সম্পন্ন করেছেন এবং ব্যবসায়ীদের চাহিদামাফিক গবেষণাও সম্পন্ন করেছেন। এ সমন্বয় থেকে দেশ ও জাতি তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি পেয়েছে এবং অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

কারিগরি শিক্ষার যে দাপট সারাবিশ্বে চলছে, সেদিকে আমাদের তেমন খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। দেশে কারিগরি শিক্ষা এখনও মেইনস্ট্রিমের শিক্ষায় আসতে পারেনি। এটাও আমাদের জন্য লজ্জার। দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য শুধু রাজনৈতিক বুলি আওড়ালে চলবে না বরং সত্যিকার অর্থে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এবং অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংযুক্তির শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ জরুরি

কারিগরি শিক্ষার যে দাপট সারাবিশ্বে চলছে, সেদিকে আমাদের তেমন খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। দেশে কারিগরি শিক্ষা এখনও মেইনস্ট্রিমের শিক্ষায় আসতে পারেনি। এটাও আমাদের জন্য লজ্জার। দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য শুধু রাজনৈতিক বুলি আওড়ালে চলবে না বরং সত্যিকার অর্থে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এবং অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংযুক্তির শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ জরুরি। এখনই এরূপ পরিকল্পনা নেওয়া না হলে আমরা এক কোটি অদক্ষ জনশক্তি বাইরে পাঠিয়ে যে রেমিট্যান্স আনব, অন্যান্য দেশের দক্ষ প্রফেশনালরা এর চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আমার দেশ থেকে নিয়ে যাবে। এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে যে রেমিট্যান্স প্রতি বছর আসে, তার এক-তৃতীয়াংশ গার্মেন্টস বা অন্যান্য খাতে আগত দক্ষ বিদেশি কর্মীরা দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে বাঁচার উপায় বের করতে হবে শিক্ষা সংস্কার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার স্লোগান হওয়া উচিত 'প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি'।

iqbaliu@gmail.com